খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একজন জুম্ম নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের

স্মারকলিপি

বরাবরে,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

মাধ্যম: ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মহাশয়া,

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনি নিশ্চয় জেনেছেন যে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত কলমছড়ি চেঙ্গী চর এলাকায় সবিতা চাকমা (৩০) নামের আরেক জুম্ম নারী সেটেলার বাঙালিদের লালসার শিকার হয়ে নৃশংসভাবে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঘটনার দিন সকালে কমলছড়ি মুখ পাড়ার বাসিন্দা এক সন্তানের জননী সবিতা চাকমা (৩০) স্বামী দেব রতন চাকমা চেঙ্গী নদীর চরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান। সেখানে পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে কর্মরত অনেকে তাকে দুপুর পর্যন্ত ঘাস কাটতে দেখেছেন। দুপুরের আহারের জন্য অন্যরা স্ব স্ব বাড়ীতে চলে আসলে সবিতা চাকমা ঘাস কাটতে থাকেন। এরপর সবিতা চাকমা সারাদিন বাড়ীতে ফিরে না আসায় তার স্বামী দেব রতন চাকমাসহ এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে তাকে খোঁজ করতে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় একটি ঝোঁপের ভেতরে সবিতা চাকমার বিবস্ত্র লাশ খুঁজে পান। ঘটনাটি পুলিশকে জানানোর পর খাগড়াছড়ি সদর থানার পুলিশ ও ভূয়াছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেন বলে জানা যায়।

CA to ADC (G)
Rangamati Hill District

আরো জানা যায় যে, ঘটনার সময় সেখানে চেঙ্গী নদী থেকে একদল সেটেলার বাঙালি ট্রাক্টরে (ফার্গুসন) বালু উত্তোলন করছিল। সেটেলাররা যে স্থান থেকে বালু উত্তোলন করছিল তার পাশেই সবিতা চাকমার ব্যবহৃত সেন্ডেল, সুইটার, ঘাস কাটার কাঁচি ও ঘাসের বস্তা পাওয়া গেছে। তাকে হত্যার পর লাশটি ঘটনাস্থল থেকে ১০/১২ গজ দুরে টেনে হেঁচড়ে একটি ঝোঁপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। উক্ত শ্রমিকরা ঘটনাটি সংঘটিত করেছে বলে এলাকাবাসী দাবি করছেন। আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নিহত সবিতা চাকমার শরীরে গ্রীজ, মোবিল ও তেলের চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে। সেদিন উল্লেখিত ফার্গুসন গাড়ীটি নষ্ট হওয়ায় ঘটনাস্থলে মেরামত করা হচ্ছিল। নিহতের শরীরে গ্রীজ, মোবিল ও তেলের চিহ্ন থাকা মানেই হচ্ছে এই গাড়ীর সঙ্গে থাকা লোকেরাই সুবিতা চাকমাকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করেছে। সবিতা চাকমার গলায় পরা সাত আনা ওজনের সোনার চেইনও দুর্বৃত্তরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

নিহতের স্বামী দেব রতন চাকমা বাদী হয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় ট্রাক্টরের (ফার্গুসনের) চালক মো: নিজামসহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি হত্যা ও ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু আজ অবধি ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বালু উত্তোলনকারী শ্রমিকদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলো- (১) ভূয়াছড়ি সেটেলার পাড়ার বাসিন্দা (বর্তমানে গঞ্জপাড়ায় বসবাসকারী) মো: রাজ্জাক, (২) গঞ্জপাড়ার বাসিন্দা জিয়াউল হক ও (৩) ভূয়াছড়ির বাসিন্দা মো: আনোয়ার।

উল্লেখ্য যে, কমলছড়ি এলাকায় অবস্থিত ভূয়াছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে জায়গা-জমি দখলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক হামলা, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক ঘটনা চালিয়ে আসছে। গত ১

অক্টোবর ২০১১ এ ধরনের একটি ঘটনায় কমলছড়ি গ্রামের প্রতিমা চাকমাকে (৩২) সেটেলার বাঙালিরা হত্যা করে। সেসময় প্রতিমা চাকমার স্বামী প্রীতি বিকাশ চাকমা খাগড়াছড়ি সদর থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এভাবে একের পর এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়ে চললেও প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের কাউকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। এভাবে দায়মুক্তি পাওয়ার ফলে অপরাধীরা এ ধরনের মানবতা বিরোধী ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংঘটনে আরো অধিকতর পরিমাণে উৎসাহিত হচ্ছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি না হওয়া, সর্বোপরি সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন না করার ফলে জুম্ম নারীদের উপর এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দাবি হচ্ছে-

(১) অচিরেই সবিতা চাকমার ধর্ষণ ও হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
(২) সবিতা চাকমার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা।
(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

বিনীত নিবেদক

তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মনি চাকমা ১৭/০২/২০১৪
সাংগঠনিক সম্পাদক
পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: ০১৯১৩০৭১১১৮

চঞ্চনা চাকমা 17.2-14
সভাপতি
হিল উইমেন্স ফেডারেশন
সিএফবি বিল্ডিং, উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: ০১৯২৫৮০০৩৮৬

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া গেল (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)-</u>

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।

৪। শ্রী উষাতন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

৫। শ্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসন, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

৬। মাননীয় চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

৭। মাননীয় সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।